সংবাদ

তারিখ ২২ OCT 2017 পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

ডিএমপি শিক্ষাবৃত্তি পেল ৬৫৯ জন

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ পরিবারের সন্তানদের উচ্চশিক্ষা লাভে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে এই প্রথম ৬৫৯ জন মেধাবী শিক্ষার্থীদের দেয়া হয়েছে ডিএমপির শিক্ষাবৃত্তি। ২০১৬ সালের পিইসি, জেএসসি, এসএসসি, এইচএসসি পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করায় ও উচ্চশিক্ষা সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে তিন ক্যাটাগরিতে ৬৫৯ শিক্ষার্থীর মধ্যে ৩৪ লাখ ৮৯ হাজার টাকা শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করেন ডিএমপি কমিশনার মো. আছাদুজ্জামান মিয়া। রাজারবাগ শহীদ এসআই শিরু মিয়া মিলনায়তনে গতকাল বেলা ১১টায় মেধাবী শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করার মধ্যদিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হয় ডিএমপির শিক্ষাবৃত্তি। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ডিএমপির অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (সিটিটিসি) মো. মনিরুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (লজিস্টিক ফিন্যান্স এন্ড প্রকিউরমেন্ট) ওয়াইএম বেলালুর রহমানসহ অন্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ডিএমপি কমিশনার আছাদুজ্জামান মিয়া বলেন, সবার প্রচেষ্টায় আজ আমরা শিক্ষাবৃত্তিকে বাস্তব রূপ দিতে পেরেছি। ডিএমপির ৩৪ হাজার সদস্যের অধিকাংশ নিম্নপদস্থ হওয়ায় তাদের বেতন অনেক কম। কম বেতনে নিজের পরিবারের খরচ মিটিয়ে সন্তানদের লেখাপড়ার খরচ জোগাতে হিমশিম খেতে হয়। পুলিশ দেশের মানুষের নিরাপত্তা, সেবায় নিয়োজিত থাকে। আমাদের পুলিশের কনস্টেবল নায়েক ও হাবিলদার, তাদের মধ্যে অনেকের সন্তান আছে মেধাবী। আর্থিক অভাবে তাদের সন্তানদের ভালো স্কুলে পড়াতে পারছে না। বিষয়টি মাথায় রেখে তাদের সন্তানদের বৃত্তি দেয়া হলো। তাদের সহায়তা করার জন্য এ শিক্ষাবৃত্তি চালু করা হয়েছে। কমিশনার আরও বলেন, আমাদের সন্তানদের অর্থের অভাবে লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যাবে, এটা হতে দেয়া যাবে না। এই শিক্ষাবৃত্তিকে চলমান রাখতে আগামী ৬ মাসের মধ্যে আমরা একটি নীতিমালা তৈরি করব। যাতে করে যুগ যুগ এই বৃত্তি চলমান থাকে। আপনাদের কল্যাণের জন্য সম্ভাব্য সব ধরনের উদ্যোগ আমরা গ্রহণ করব। আমার ফোর্স আমার সন্তানের মত। আমার পরিবারের জন্য যেমনটি আমি করি, ঠিক আপনাদের জন্যও আমি তাই করব।

অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার ওয়াইএম বেলালুর রহমান বলেন, ডিএমপি প্রতিষ্ঠা হওয়ার দীর্ঘদিন পরে এই প্রথম চালু হল ডিএমপি শিক্ষাবৃত্তি। এই শিক্ষাবৃত্তি শিক্ষার্থীদের মাঝে উচ্চশিক্ষা গ্রহণে অনুপ্রেরণা জোগাবে। অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার মনিরুল ইসলাম বলেন, ৪৩ বছরের ইতিহাসে ডিএমপির শিক্ষাবৃত্তি একটি মাইলফলক। আমরা হয়তো থাকব না কিন্তু এই শিক্ষাবৃত্তি আর বন্ধ হবে না। চলমান থাকবে। যতদিন যাবে এই ফান্ডের পরিধিও বৃদ্ধি পাবে।

ডিএমপি শিক্ষাবৃত্তি প্রাপ্তিতে মোট ৯১৫ জন আবেদন করেন। আবেদনপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ৬৫৯ জনকে শিক্ষাবৃত্তি দেয়ার জন্য নির্বাচন করা হয়। পিইসি ট্যালেন্টপুল বৃত্তি ২০ জনকে ৫ হাজার টাকা করে, পিইসি ৬ বিষয়ে 'এ প্লাস' পাওয়া ২৭৩ জনকে ৩ হাজার টাকা করে, জেএসসি ১১ বিষয়ে 'এ প্লাস' পাওয়া ৮২ জনকে ৫ হাজার টাকা করে, জেএসসি ১০ বিষয়ে 'এ প্লাস' পাওয়া ৪৭ জনকে ৩ হাজার টাকা করে, এসএসসি ১২ বিষয়ে 'এ প্লাস' পাওয়া ৪৫ জনকে ৮ হাজার টাকা করে, এসএসসি ১১ বিষয়ে 'এ প্লাস' পাওয়া ৩২ জনকে ৫ হাজার টাকা করে, এইচএসসি ৭ বিষয়ে 'এ প্লাস' পাওয়া ৯ জনকে ১০ হাজার টাকা করে, এইচএসসি ৬ বিষয়ে 'এ প্লাস' পাওয়া ১৪ জনকে ৮ হাজার টাকা করে, উচ্চশিক্ষায় 'এ প্লাস' পাওয়া ৭ জনকে ১২ হাজার টাকা করে, উচ্চশিক্ষায় 'এ' পাওয়া ৪ জনকে ১০ হাজার টাকা করে, উচ্চশিক্ষায় 'এ-' পাওয়া ৮ জনকে ৮ হাজার টাকা করে, শিক্ষা সহায়তা 'এ' পাওয়া ৮৫ জনকে ১০ হাজার টাকা করে, শিক্ষা সহায়তা 'বি' পাওয়া ২৬ জনকে ৮ হাজার টাকা করে, শিক্ষা সহায়তা 'সি' পাওয়া ৬ জনকে ৬ হাজার টাকা করে এবং বিশেষ একজনকে ১৫ হাজার টাকা ডিএমপি শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়।